

ব্যর্থতা থেকে শেখা

আজ থেকে সাড়ে তিন বছর আগের কথা। আমি বরিশালে একটি ব্যবসা শুরু করেছিলাম। কিন্তু মাত্র ৩-৪ মাসের মধ্যেই ব্যবসায় লোকসান হতে থাকে, এবং দুজন সহযোগী টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। এভাবে প্রায় ১৬ লাখ টাকা ঋণে ডুবে যাই। আমি মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছি, তাই পরিবার থেকে কোনো আর্থিক সাহায্য নেওয়ার সুযোগ আমার ছিল না। সবকিছুই নিজের প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই এই বিপর্যয়ে পড়ে গেলাম। ঋণের বোঝা, মানুষের কিস্তি, ব্যাংকের টাকা—সব মিলিয়ে আমার মাথার ওপর চেপে বসে।

প্রথমে ভেবেছিলাম, যারা টাকা দেয়নি, তারা দেবে। এই আশায় আরও সুদ ও অন্যান্য খরচ যোগ হয়ে ঋণের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ২০ লাখ টাকা। তখন আমার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। এই সংকটের কারণে তাদের কাছে থাকতে পারিনি। এখন আমার মেয়ের বয়স দুই বছর, কিন্তু সে আজও তার বাবার গায়ের গন্ধ চিনতে পারে না।

এই সময়টায় জীবনের প্রকৃত অর্থ বুঝতে শুরু করি। জীবন আসলে কী? পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব—এদের আসল গুরুত্ব কতটুকু? হঠাৎ করেই মনে হচ্ছিল, আমি যেন অন্য কোনো গ্রহে আছি। চারপাশের মানুষ শুধু আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে, আমার ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা করছে। কিন্তু কেউই এটা ভাবছে না যে, আমি আসলে কত বড় সংকটে আছি। কেউ জিজ্ঞাসাও করে না, "তুমি ঠিক আছো? কিছু খেয়েছো?" বরং তারা শুধু আমার ব্যর্থতা নিয়ে কথা বলে, সত্য-মিথ্যা যাচাই না করেই আমাকে নিয়ে নেতিবাচক আলোচনায় মগ্ন থাকে।

পরিবার বলতে যা বোঝায়, তা তখন আমার কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে উঠল। যখন আপনার কাছে টাকা থাকে, তখন সবাই আপনার কাছাকাছি থাকে। কিন্তু যখন আপনি টাকার অভাবে পড়েন, তখন পরিবারও আপনাকে দূরে সরিয়ে দেয়। কারণ তাদেরও তো চলতে হবে। আপনি যদি সাহায্য করতে না পারেন, তাহলে তারা অন্য কারো সাহায্য নেবে। এটাই বাস্তবতা।

আত্মীয়-স্বজনদের কথাই বলুন। তারা শুধু আপনার সুবিধা নেওয়ার জন্যই আপনার কাছাকাছি থাকে। আপনি যখন ভালো অবস্থায় থাকেন, তখন আপনার কাছে বিয়ের দাওয়াত, জন্মদিনের দাওয়াত, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ আসে। কিন্তু যখন আপনি খারাপ সময়ে পড়েন, তখন এই দাওয়াতগুলো কমে যায়। এটাই প্রমাণ করে যে, আপনার আত্মীয়-স্বজনরা শুধু আপনার টাকা-পয়সার জন্যই আপনার কাছাকাছি থাকে।

বন্ধু-বান্ধবরাও একই রকম। যখন আপনার টাকা থাকে, তখন তারা আপনার পাশে থাকে। কিন্তু যখন আপনি সংকটে পড়েন, তখন তারা দূরে সরে যায়। এটাই জীবনের বাস্তবতা।

এই সংকটের সময় আমি যখন প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছিলাম, তখনই ভাবলাম, আমার স্ত্রী এবং মেয়ের কী হবে? আমি কি তাদের দেখতে পাবো? কিন্তু আল্লাহর উপর ভরসা রেখে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার মধ্যে একটি বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ আমাকে ফেলে রাখবেন না। আমি আমার যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে আস্তে আস্তে সামনে এগোতে শুরু করলাম। সবকিছু বাদ দিয়ে নিজেকে সময় দিলাম। এমনও সময় গেছে যখন দুই দিনে একবেলা খেয়েছি। কারো কাছে ১০০ টাকা চেয়ে খাবার কিনে খাওয়ার অবস্থাও আমার হয়েছিল। অথচ মাত্র

তিন-চার মাস আগেও আমি দুটি মোটরসাইকেলের মালিক ছিলাম, এবং আমার কাছে প্রায় দশ লাখ টাকা নগদ ছিল। হঠাৎ করেই সবকিছু হারিয়ে ফেললাম।

তবুও আমি কখনো মনোবল হারাইনি। সবসময় চিন্তা করতাম, কিভাবে এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসা যায়। না থাওয়ার কষ্ট, সবাইকে হারানোর কষ্ট—এই অভিজ্ঞতাগুলো আমাকে একজন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছে। যদি আমি সেই সময় হাল ছেড়ে দিতাম, তাহলে আজ কিছুই থাকত না। আল্লাহর রহমতে এখন আমার ঋণ প্রায় শোধ হয়ে গেছে, এবং আশা করি আগামী তিন-চার মাসের মধ্যে আমার স্ত্রী এবং মেয়েকে আমার কাছে নিয়ে আসতে পারব। এখন প্রতি মাসে আল্লাহর রহমতে ১ লাখ থেকে দেড় লাখ টাকা আয় হচ্ছে। যদি আমি তখন হাল ছেড়ে দিতাম, তাহলে হয়তো আজ এই অবস্থায় পৌঁছাতে পারতাম না।

জীবনে অনেক মানুষ আসবে, অনেকেই চলে যাবে। এটাই জীবনের সত্য। পরিস্থিতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নেওয়াই হচ্ছে সফলতা। আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন, এবং বিশ্বাস রাখুন যে, তিনি যা করেন, সবই আমাদের ভালোর জন্য করেন। আমি আশা করি, আমার এই কথাগুলো আপনাকে কিছুটা হলেও সাহস ও অনুপ্রেরণা দেবে। জীবনের প্রতিকূলতাকে ভয় পাবেন না, বরং তা মোকাবেলা করুন। ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ আপনার সব সংকট দূর করবেন।

যখন আমি প্রথম ফ্রিল্যান্সিং শুরু করি, তখন কাজের মূল্য ছিল মাত্র ৫০০, ৭০০ বা ১০০০ টাকার মতো। ওয়ার্ডপ্রেস ব্যতীত অন্য কোন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তেমন কিছু জানতাম না, আর মার্কেটপ্লেসেও কেউ চিনত না আমাকে। ফেসবুক গ্রুপ থেকে টুকিটাকি কাজ পেতাম, কিন্তু বেশিরভাগ সময় ক্লায়েন্টরা আগেই টাকা দিতে চাইত না।

শুরুর কয়েকটা দিন বেশ কঠিন ছিল—অনেকে কাজ নিয়ে টাকা দিত না, কষ্ট লাগত। কিন্তু একসময় উপলব্ধি করলাম, আমি শুধু টাকার জন্য না, নতুন কিছু শেখার জন্যও কাজ করছি। প্রতিটা কাজ আমাকে নতুন অভিজ্ঞতা দিচ্ছে, দক্ষতা বাড়াচ্ছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর পর আর হতাশা কাজ করত না। বরং প্রতিটি কাজকে শেখার সুযোগ হিসেবে নিয়েছিলাম। আল্লাহর রহমতে সেই কঠিন দিনগুলো পার হয়ে সামনে এগিয়ে গেছি, আর এখন অনেক ভালো অবস্থানে আছি। ইনশাআল্লাহ, সামনে আরও ভালো কিছু অপেক্ষা করছে!

আজ থেকে সাড়ে তিন বছর আগের কথা। আমি বরিশালে একটি ব্যবসা শুরু করেছিলাম। কিন্তু মাত্র ৩-৪ মাসের মধ্যেই ব্যবসায় লোকসান হতে থাকে, এবং দুজন সহযোগী টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। এভাবে প্রায় ১৬ লাখ টাকা ঋণে ডুবে যাই। আমি মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছি, তাই পরিবার থেকে কোনো আর্থিক সাহায্য নেওয়ার সুযোগ আমার ছিল না। সবকিছুই নিজের প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই এই বিপর্যয়ে পড়ে গেলাম। ঋণের বোঝা, মানুষের কিস্তি, ব্যাংকের টাকা—সব মিলিয়ে আমার মাথার ওপর চেপে বসে।

প্রথমে ভেবেছিলাম, যারা টাকা দেয়নি, তারা দেবে। এই আশায় আরও সুদ ও অন্যান্য খরচ যোগ হয়ে ঋণের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ২০ লাখ টাকা। তখন আমার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। এই সংকটের কারণে তাদের কাছে থাকতে পারিনি। এখন আমার মেয়ের বয়স দুই বছর, কিন্তু সে আজও তার বাবার গায়ের গন্ধ চিনতে পারে না।

এই সময়টায় জীবনের প্রকৃত অর্থ বুঝতে শুরু করি। জীবন আসলে কী? পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব—এদের আসল গুরুত্ব কতটুকু? হঠাৎ করেই মনে হচ্ছিল, আমি যেন অন্য কোনো গ্রহে আছি। চারপাশের মানুষ শুধু আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে, আমার ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা করছে। কিন্তু কেউই এটা ভাবছে না যে, আমি আসলে কত বড় সংকটে আছি। কেউ জিজ্ঞাসাও করে না, "তুমি ঠিক আছো? কিছু খেয়েছো?" বরং তারা শুধু আমার ব্যর্থতা নিয়ে কথা বলে, সত্য-মিথ্যা যাচাই না করেই আমাকে নিয়ে নেতিবাচক আলোচনায় মগ্ন থাকে।

পরিবার বলতে যা বোঝায়, তা তখন আমার কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে উঠল। যখন আপনার কাছে টাকা থাকে, তখন সবাই আপনার কাছাকাছি থাকে। কিন্তু যখন আপনি টাকার অভাবে পড়েন, তখন পরিবারও আপনাকে দূরে সরিয়ে দেয়। কারণ তাদেরও তো চলতে হবে। আপনি যদি সাহায্য করতে না পারেন, তাহলে তারা অন্য কারো সাহায্য নেবে। এটাই বাস্তবতা।

আত্মীয়-স্বজনদের কথাই বলুন। তারা শুধু আপনার সুবিধা নেওয়ার জন্যই আপনার কাছাকাছি থাকে। আপনি যখন ভালো অবস্থায় থাকেন, তখন আপনার কাছে বিয়ের দাওয়াত, জন্মদিনের দাওয়াত, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ আসে। কিন্তু যখন আপনি খারাপ সময়ে পড়েন, তখন এই দাওয়াতগুলো কমে যায়। এটাই প্রমাণ করে যে, আপনার আত্মীয়-স্বজনরা শুধু আপনার টাকা-পয়সার জন্যই আপনার কাছাকাছি থাকে।

বন্ধু-বান্ধবরাও একই রকম। যখন আপনার টাকা থাকে, তখন তারা আপনার পাশে থাকে। কিন্তু যখন আপনি সংকটে পড়েন, তখন তারা দূরে সরে যায়। এটাই জীবনের বাস্তবতা।

এই সংকটের সময় আমি যখন প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছিলাম, তখনই ভাবলাম, আমার স্ত্রী এবং মেয়ের কী হবে? আমি কি তাদের দেখতে পাবো? কিন্তু আল্লাহর উপর ভরসা রেখে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার মধ্যে একটি বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ আমাকে ফেলে রাখবেন না। আমি আমার যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে আস্তে আস্তে সামনে এগোতে শুরু করলাম। সবকিছু বাদ দিয়ে নিজেকে সময় দিলাম। এমনও সময় গেছে যখন দুই দিনে একবেলা খেয়েছি। কারো কাছে ১০০ টাকা চেয়ে খাবার কিনে খাওয়ার অবস্থাও আমার হয়েছিল। অথচ মাত্র তিন-চার মাস আগেও আমি দুটি মোটরসাইকেলের মালিক ছিলাম, এবং আমার কাছে প্রায় দশ লাখ টাকা নগদ ছিল। হঠাৎ করেই সবকিছু হারিয়ে ফেললাম।

তবুও আমি কখনো মনোবল হারাইনি। সবসময় চিন্তা করতাম, কিভাবে এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসা যায়। না খাওয়ার কষ্ট, সবাইকে হারানোর কষ্ট—এই অভিজ্ঞতাগুলো আমাকে একজন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছে। যদি আমি সেই সময় হাল ছেড়ে দিতাম, তাহলে আজ কিছুই থাকত না। আল্লাহর রহমতে এখন আমার ঋণ প্রায় শোধ হয়ে গেছে, এবং আশা করি আগামী তিন-চার মাসের মধ্যে আমার স্ত্রী এবং মেয়েকে আমার কাছে নিয়ে আসতে পারব। এখন প্রতি মাসে আল্লাহর রহমতে ১ লাখ থেকে দেড় লাখ টাকা আয় হচ্ছে। যদি আমি তখন হাল ছেড়ে দিতাম, তাহলে হয়তো আজ এই অবস্থায় পৌঁছাতে পারতাম না।

জীবনে অনেক মানুষ আসবে, অনেকেই চলে যাবে। এটাই জীবনের সত্য। পরিস্থিতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নেওয়াই হচ্ছে সফলতা। আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন, এবং বিশ্বাস রাখুন যে, তিনি যা করেন, সবই আমাদের ভালোর জন্য করেন। আমি আশা করি, আমার এই কথাগুলো আপনাকে কিছুটা হলেও সাহস ও অনুপ্রেরণা দেবে। জীবনের প্রতিকূলতাকে ভয় পাবেন না, বরং তা মোকাবেলা করুন। ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ আপনার সব সংকট দূর করবেন।

যখন আমি প্রথম ফ্রিল্যান্সিং শুরু করি, তখন কাজের মূল্য ছিল মাত্র ৫০০, ৭০০ বা ১০০০ টাকার মতো। ওয়ার্ডপ্রেস ব্যতীত অন্য কোন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তেমন কিছু জানতাম না, আর মার্কেটপ্লেসেও কেউ চিনত না আমাকে। ফেসবুক গ্রুপ থেকে টুকিটাকি কাজ পেতাম, কিন্তু বেশিরভাগ সময় ক্লায়েন্টরা আগেই টাকা দিতে চাইত না।

শুরুর কয়েকটা দিন বেশ কঠিন ছিল—অনেকে কাজ নিয়ে টাকা দিত না, কষ্ট লাগত। কিন্তু একসময় উপলব্ধি করলাম, আমি শুধু টাকার জন্য না, নতুন কিছু শেখার জন্যও কাজ করছি। প্রতিটা কাজ আমাকে নতুন অভিজ্ঞতা দিচ্ছে, দক্ষতা বাড়াচ্ছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর পর আর হতাশা কাজ করত না। বরং প্রতিটি কাজকে শেখার সুযোগ হিসেবে নিয়েছিলাম। আল্লাহর রহমতে সেই কঠিন দিনগুলো পার হয়ে সামনে এগিয়ে গেছি, আর এখন অনেক ভালো অবস্থানে আছি। ইনশাআল্লাহ, সামনে আরও ভালো কিছু অপেক্ষা করছে!

সকল কাজ শুধু টাকার জন্য নয়। যখন আপনি কাজ করতে থাকবেন, টাকা তখন এমনিতেই আসবে। কাজের অভিজ্ঞতা আপনার দক্ষতা বাড়াবে, আর দক্ষতা আপনাকে সাফল্যের শিখরে নিয়ে যাবে। তাই ধৈর্য ধরুন, নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখুন, এবং নিরলসভাবে পরিশ্রম করে যান।

দক্ষতা আপনাকে সাফল্যের শিখরে নিয়ে যাবে। তাই ধৈর্য ধরুন, নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখুন, এবং নিরলসভাবে পরিশ্রম করে যান।